W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 74 /WBHRC/SMC/2018

Dated: 20. 06. 2018

Enclosed is the news clipping appeared in the ' Bartaman,' a Bengali daily dated 18. 06.2018, the news item is captioned **' চিকিৎসার গাফিলতিতে মৃত্যু, তোলপাড় শহর থেকে শহরতলি'**

[ চিকিৎসার গাফিলতিতে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে এই অভিযোগ তুলে রবিবার বিকেলে বরানগর ষ্ট্রেট জেনারেল হাসপাতালে ..... হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ যদি সুষ্ঠু চিকিৎসা করত, তাহলে এই ঘটনা ঘটত না ]

Principal Secretary, Health & Family Welfare Department, Govt. of West Bengal is directed to enquire into the matter and to furnish a report by 27th July, 2018.

( Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee )
Member

( M.S. Dwivedy )
Member

# চিকিৎসার গাফিলতিতে মৃত্যু, তোলপাড় শহর থেকে শহরতলি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা ও বিএনএ, বারাকপুর:** বিনা চিকিৎসায় এক রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ উঠল। ঘটনাটি ঘটেছে শর্ট স্ট্রিটে। এ ব্যাপারে শেক্সপিয়র সরণী থানায় ওই নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃতের পরিবারের লোকজন। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত তারকেশ্বরের বেনগ্রামের বাসিন্দা বুদ্ধদেব সামন্তকে (৬৯) গত ১৪ জুন ওই নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। ১৬ জুন বিকেলে ওই রোগী মারা যান। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, ভর্তির পর থেকে সেখানকার চিকিৎসকরা প্রয়োজনীয় পরিষেবা দেননি। তাঁরা বারবার আবেদন করলেও চিকিৎসকরা কর্ণপাত করেননি। এমনকী, হাসপাতালে পরিষেবা না দেওয়া হলেও ৫৪ হাজার টাকা নেওয়া হয়েছে। যদিও ওই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছে। পুলিস তদন্তে নেমেছে।

অন্যদিকে, চিকিৎসার গাফিলতিতে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে এই অভিযোগ তুলে রবিবার বিকেলে বরানগর স্ট্রেট জেনারেল হাসপাতালে ঘেরাও বিক্ষোভ দেখায় মৃত যুবকের বাড়ির লোকজন। তা চলে প্রায় সন্ধ্যে পর্যন্ত। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিস আসে হাসপাতালে। তারা মৃত বাড়ির লোকজনকে বুঝিয়ে সুজিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করে। পাশাপাশি যে চিকিৎসক ওই যুবককে চিকিৎসা করেছিলেন, তাঁকেও কড়া নিরাপত্তায় হাসপাতাল থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে এসে মৃতের পরিজনদের সঙ্গে কথা বলেন স্থানীয় কাউন্সিলার অঞ্জন পাল। জানা গিয়েছে, এদিন সকালে বরানগরের শ্রীপল্লির বাসিন্দা প্রদীপ পাত্র (৩৫) পেটে ব্যাথা নিয়ে ন'পাড়ার অক্ষয়কুমার মুখার্জি রোডের ওই হাসপাতালে আসেন। তাঁকে একটি ইনজেকশন দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাড়ি ফেরার পর দুপুরে ওই যুবক ফের অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফের তাঁর পেটে প্রচণ্ড ব্যাথা শুরু হয়। তাঁকে আবারও ওই হাসপাতালে এনে ভর্তি করা হয়। বিকেলের দিকে ওই যুবক মারা যান। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, ওই যুবকের কিডনি ও লিভারের অসুখে ভুগছিলেন। যদিও মৃতের পরিবারের বক্তব্য, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ যদি সুষ্ঠু চিকিৎসা করত, তাহলে এই ঘটনা ঘটত না।